অন্ধকারে রাতবিরেতে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

গল্প		পৃষ্ঠা সংখ্যা
টাক এবং ছড়ি রহস্য	.....	১
ভুতুড়ে জাহাজ	.....	৮
অলৌকিক আধুলী রহস্য	.....	৭৩
দুঃস্বপ্নের দ্বীপ	.....	৭৭
নীল দ্বীপের দুঃস্বপ্ন	.....	৯২
চিরামবুরুর গুপ্তধন	.....	১০০
জটায়ুর পালক	.....	১১০
প্রতিবিম্ব	.....	১১৫
যেখানে কর্ণেল	.....	১২২
তুরুপের তাস	.....	১২৯
রাতের আলাপ	.....	১৪২
অদল বদল	.....	১৪৬
কর্ণেলের জার্নাল থেকে-৩	.....	১৫১
রাতের মানুষ	.....	১৬২
প্রান্তিক	.....	১৬৯

গল্প		পৃষ্ঠা সংখ্যা
ছক্কা মিয়ার টমটম	.....	১৭৬
জ্যোৎস্না রাতের আপদ বিপদ	.....	১৮৪
শর্মার বকলমে	.....	১৯২
বাঁচা মরা	.....	১৯৭
রাজকুমারী এবং এক মরা কাকিনীর গল্প	.....	২০৩
গেছো বাবার বৃত্তান্ত	.....	২১০
তিন আঙুলে দাদা	.....	২১৯
জুতো রহস্য	.....	২২৭
হং চং লং রহস্য	.....	২৩৭
শনির দৃষ্টি লাগলে	.....	২৪৫
কেকরাডিহির বৃত্তান্ত	.....	২৪৮
কেকরাডিহির দণ্ডীবাবা	.....	২৫৪
ডাঃ জনার্দন অধিকারীর কথা	.....	২৬০
ডঃ রাকেশ শর্মার কথা	.....	২৬৯
ডঃ মোহনদাস ভাটিয়ার কথা	.....	২৭৭
ডঃ পরিতোষ দত্তের কথা	.....	২৮৩
উড়ুক্কু চোখ	.....	২৮৯
কালো ঘুড়ি	.....	২৯৭
কাকতাড়ুয়া জ্যান্ত হলে	.....	৩০৫
কুমড়ো রহস্য	.....	৩৪১
অন্ধকারে রাতবিরেতে	.....	৩৫১

টাক এবং ছড়ি রহস্য

কাকতালীয় যোগ

সেদিন সকালে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু স্বনামধন্য কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় ঢুকে আমি অবাক। একটি ছোট্ট ডিমালো আয়না মুখের ওপর তুলে উনি নিজের বিশাল টাকটি খুঁটিয়ে দেখছেন। বললেন, 'এস ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

বললুম, 'টাকের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'আছে।' কর্ণেল আয়নাটি টেবিলে রেখে একটু হাসলেন। 'কারণ একটি বিজ্ঞাপন। যেটি তোমাদেরই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় সম্প্রতি বেরিয়েছে। পড়ে দেখতে পার।'

উনি একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি বেশ মজার একটা পদ্য।

টাক! টাক!! টাক!!!
ট্রাই ইওর লাক্
যদি থাকে দাড়ি
সুফল তাড়াতাড়ি

ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়,
১১১/১পি, খাঁদু মিস্তিরি লেন,
কলিকাতা-১৩

বিঃ দ্রঃ—আগে টাক পরীক্ষা করিয়া তবে ভর্তি। ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে। দরাদরি নিষিদ্ধ।

বললুম, 'ইন্দ্রোদ্ধারটা বোঝা যাচ্ছে না তো?'

কর্ণেল বললেন, 'ইন্দ্র মানে কালো চুল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে টাক পড়াকে ইন্দ্রলুপ্ত বলা হয়।'

'কিন্তু হঠাৎ টাক নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? এতদিন তো টাককে জ্ঞানী ও দার্শনিকের লক্ষণ বলে খুব গালভরা বুলি আওড়েছেন। আজ আবার—'

'কাক।' কর্ণেল বিমর্ষমুখে বললেন। 'কাকের অত্যাচারে, জয়ন্ত! টাকের সঙ্গে কাকেরও গূঢ় সম্পর্ক আছে।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনছিল। কথাটা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, 'এতবাব

করে মনে পড়িয়ে দিই, ছাদে যাবার সময় কেপ পরে যান। বাবামশাই তবু কথাটা কানে করবেন না। কাকের দোষটা কী?'

কর্ণেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে ষষ্ঠী ট্রে রেখে কেটে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ছাদের বাগানে গিয়ে আবার কাকের ঠোকর খেয়েছেন। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল। যত রাজ্যের বিদঘুটে গড়নের ক্যাকটাস, উদ্ভুট্টে সব অর্কিড আর দুর্লভ প্রজাপতির ঝোপ-ঝাড়। পাশের বাড়ির গা-ঘেঁষে-ওঠা বুড়ো নিম-গাছটা সম্ভবত কলকাতার কাকদের রাজধানী। তাড়ানোর জন্যে একবার পটকা ছুঁড়ে নাকি মামলা বাধার উপক্রম হয়েছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ষষ্ঠী ঠিক বলেছে। আপনার টাককে কাকেরা পাকা বেল-টেল ভাবে। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী বলে একটা কথা চালু আছে।'

কর্ণেল কফির সঙ্গে চুরুটও টানেন। জ্বেলে নিয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'বেল কেন? তালের সঙ্গেও কাকের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে একটা কথা চালু আছে।'

ঝটপট বললুম, 'জানি। কাকতালীয় যোগ। কাক এসে তালগাছে বসল, সেই মুহূর্তে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। লোকে যদি ভাবে কাকের সঙ্গে তাল পড়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে সেটা বোকামি।'

'ডার্লিং, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় ন্যায় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।' কর্ণেল সায় দেবার ভঙ্গীতে বললেন। 'যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা দেখা অব্দি মন ঠিক করতে পারছি না। কী করি তুমিই বলো!'

'যদি থাকে দাড়ি/সুফল তাড়াতাড়ি। আপনার দাড়ি আছে। অতএব ট্রাই ইওর লাক।'

'তাহলে চলো! কফিটা শেষ করে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে পড়া গেল না। কারণ কলিং বেল বাজল এবং আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর দুহাতে মাথার চুল—কালো কোঁকড়া একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, 'ওঃ টাক। হায় রে টাক।'

কর্ণেল হাঁ। আমিও হাঁ। তবে এটুকু বুঝলুম। এই হল কাকতালীয় যোগ। একেবারে হাতে-নাতে আর কী।.....

টাক নিয়ে দুর্বিপাক

গরম কফি খাইয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত-সুস্থ করা হল। তাঁর নাম মুরারিমোহন ধাড়া। ষাটের ওধারে বয়স। ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন। বেজায় সম্বা নাক। মুখে গোঁফ দাড়ি নেই। তবে মাথার চুল দেখার মতো—উজ্জ্বল কালো,

মাঝখানে সিঁথি। পরনে ধুতি ও তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। পায়ে যেমন তেমন একটি চটি। আর হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটি কিন্তু সুন্দর।

মুরারিবাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই ঃ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' যান। একটা ঘিঞ্জি গলির ভেতর জরাজীর্ণ বাড়ি। কোন ব্যবসায়ীর গুদাম বলে মনে হয়েছে। দোতলায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাথায় নতুন সাইন-বোর্ড ছিল। বেঁটে, হোঁতকা-মোটা, গোলগাল চেহারার ডাক্তারবাবুটি অবশ্য খুবই অমায়িক। উঁচু বেডে শুইয়ে মুরারিবাবুর টাক পরীক্ষা করে বলেন, 'ঠিক আছে। চলবে। তবে দাড়ি কামাতে হবে।' মুরারীবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। ডাক্তারবাবু নিজেই যত্ন করে দাড়িগোঁফ কামিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'চোখ বুজুন।' মুরারিবাবু চোখ বোজেন। এরপর কী হয়েছে তাঁর জানা নেই। একসময় চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। উঠে বসেই সব মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে টের পান, টাক নেই, সারা মাথা চুলে ভর্তি। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকা-ডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে অবাক হন। ঘোরালো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন অগত্যা। এই হল রহস্যের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু মারাত্মক। মুরারিবাবু কলকাতায় সবে এসেছেন। রেলে চাকরি করতেন। পাটনায় থাকার সময় রিটায়ার করেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার লেক প্লেসে বহু টাকা সেলামি দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে জিনিস-পত্র নিয়ে উঠেছেন। একা মানুষ। স্বাবলম্বী। স্বপাক খান। গতকাল সন্ধ্যায় মাথার চুল গজানোর পর নিজের ফ্লাটে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, অন্য কে একজন ঢুকে বসে আছে। কতকটা তাঁর মতোই চেহারা ও গড়ন। মাথায় টাক, মুখে দাড়িও আছে। মুরারিবাবুকে দেখে সে বলে, 'কাকে চাই?' মুরারিবাবু ভড়কে যান। তারপর হইচই বাধান। অন্যান্য ফ্লাটের লোকেরা এসে পড়ে। তারা একবাক্যে রায় দেয়, এই কালো চুলের মুরারিবাবুকে তারা চেনে না। এমন কি ওপরতলা থেকে বাড়ির মালিক এসে পর্যন্ত শাসিয়ে বলেন, পুলিশ ডাকা হবে। বেগতিক দেখে মুরারিবাবু চলে আসেন। রাত্তিরটা হোটেলে কাটিয়ে এখন কর্ণেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। থানায় যাননি, তার কারণ তিনি এখন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনিই আসল মুরারিমোহন ধাড়া? কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, চেনা লোকও নেই। থাকলেও কালো কোঁকড়া চুল গজিয়ে তাঁর চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে যে!

আর একটু রহস্য আছে। কর্ণেলের কাছে আসার পথে 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে, গিয়েছিলেন, টাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তো বটেই, কিন্তু গিয়ে দেখেন,

ঘরে তালা। সাইনবোর্ড নেই। খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারল না। কর্ণেলের কীর্তিকাহিনী মুরারিবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকেই তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছেন। এই দুর্বিপাক থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে পারবেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।.....

ছড়ি বদল পর্ব

ঘটনাটি শোনার পর গোয়েন্দাপ্রবর মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, টাকের আমি, টাকের তুমি, টাক দিয়ে যায় চেনা।'

বললাম, 'উঁহুঁ, গোঁফ। সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' পদ্যে আছে।'

কর্ণেল হাসলেন। 'যাই হোক, এক্ষেত্রে টাক-চুরি নিয়েই সমস্যা বেধেছে।' বলে মুরারিবাবুর দিকে তাকালেন। 'মুরারিবাবু, সেল্‌ফ-আইডেন্টিটি ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমিই যে আমি, আপনি মুরারিবাবুই যে মুরারিবাবু, কোনো-কোনো সময়ে প্রমাণ করা কঠিন হয়। তবে এ জন্য আদালত আছে।'

মুরারিবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'আছে। আদালতে তো যেতেই হবে। রেলের কর্তারা এবং আমার কলিগরা আছেন। নানা জায়গায় আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। টেলিগ্রাম-ট্রাংকল করে সবাইকে ডাকব। ব্যারিস্টারের কাছে যাব। সবই করব। কিন্তু সে তো সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সর্বনাশ হবার তা হতে চলেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজ্ঞাপন দিয়ে চক্রান্ত করে কেউ বা কারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে চেয়েছিল, এবং ঢুকে পড়েছে। কেন এ চক্রান্ত, কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেটা নিয়েই আপাতত দুর্ভাবনা।'

'কেন?' কর্ণেল সোজা হয়ে বসলেন। রহস্যের গন্ধটা এবার ঝাঁঝালো তো বটেই।

মুরারিবাবু চাপা স্বরে বললেন, 'হিরে। একটা-দুটো নয়, তিন-তিনটে হিরে। দাম এ বাজারে কমপক্ষে দেড়লাখ টাকা।'

কর্ণেল নড়ে বসলেন। 'কোথায় রেখেছেন হিরেগুলো?'

মুরারিবাবু তাঁর কালোরঙের ছড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'অবিকল এইরকম একটা ছড়ির ভেতরে। মাথাটায় প্যাঁচ আছে। সেজন্য ছড়িটা সব সময় হাতে রাখতুম। কাল বিজ্ঞাপনটা দেখেই তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গিয়ে ছড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম। বুঝলেন না? টাক পড়া অব্দি কলিগরা তো বটেই, যে দেখত ঠাট্টাতামাসা করত। বেজায় বিদঘুটে টাক কিনা! আপনার টাক অবশ্য মানানসই তো—'

কর্ণেল ওঁর কথার ওপর বললেন, 'এই ছড়িটা নতুন কিনেছেন—আসা পথে?'

'ঠিক ধরেছেন। নিউ মার্কেটের ওখান থেকে কিনে আনলুম।' মুরারিবাবু ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা হিরেগুলো খুঁজে হন্যে হচ্ছে। পাবে না। তবে বলা যায় না কিছু। যদি দৈবাৎ ছড়িটার বাঁট খুলে ফেলে— তার আগেই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার হাতে ধরে বলছি কর্ণেলস্যার! আপনি সব পারেন। কোনো ছুতো করে এই ছড়ি হাতে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি আগে ঢুকুন। আলাপ জুড়ে দিন। তারপর আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক গিয়ে কলিং বেল টিপবেন।'

কর্ণেল একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্ত আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টার।'

মুরারিবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নমস্কার করে বললে, 'তাই বলুন! কাগজে কর্ণেলের কীর্তি-কলাপ তো আপনিই লেখেন। দারুণ আপনার লেখার হাত, মশাই!' বলে ফের ফিসফিসিয়ে উঠলেন। 'তাহলে তো আরও চান্স! রিপোর্টার যেতেই পারে ওখানে। কারণ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। কে প্রকৃত মুরারিমোহন ধাড়া এই নিয়ে অন্তর্তদন্ত করা খুবই স্বাভাবিক। কর্ণেলস্যার যাওয়ার মিনিট কতক পরে জয়ন্তবাবু যাবেন। জাল মুরারি তক্ক করবে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ফাঁকে কর্ণেল স্যার দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ছড়িটা হাতিয়ে এই ছড়িটা রাখবেন। ব্যাটা টেরই পাবে না। বাকিটা সহজ।'

ছড়িটা কর্ণেল নিলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার চুল গজানোটা একটু দেখতে চাই।'

মুরারিবাবু মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'আলবাৎ দেখবেন। দেখুন! মিরাক্‌ল্ বলা যায়।'

কর্ণেল একটুখানি হেলেই বললেন, 'সত্যিই মিরাক্‌ল্। ভেবেছিলুম, আঠা দিয়ে পরচুলা পরিয়েছে নাকি। তা নয়। প্রকৃত চুল। ঠিক আছে আপনি সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আসুন।'

মুরারিবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে কর্ণেল বললেন, 'তুমি সম্ভবত কী জিগ্যেস করার জন্য উসখুস করছিলে, ডার্লিং!'

উত্তেজনা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বললুম, 'ছড়ি বদলানোটা রিস্কি হবে না? যদি দৈবাৎ—'

কথা কেড়ে কর্ণেল বললেন, 'রিস্ক্ না নিলে রহস্য ভেদ করা তো সম্ভব হয় না, ডার্লিং!'

'কখন বেরুবেন ভাবছেন?'

কর্ণেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে এবং অভ্যাসে শাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যাবার সময় তোমার আপিস হয়ে তোমাকে ডেকে নেব'খন।'...